যুগান্তর

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সোনারগাঁয়ে ২৫ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

আল আমিন তুষার, *সোনারগাঁ থেকে*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার প্রায় ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। এসব বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিশুরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস করলেও তা সংস্কার অথবা পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে না সরকার। অনেকের মতে, ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এই আশংকার কথা জেনেও এসব স্কুলের শিক্ষকরা বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়েই ক্লাস করছে এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে। এছাড়া উপজেলার ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। এ কারণে ওইসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা মানের ঘটছে অবনতি। উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিশুরা প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করছে। প্রধান শিক্ষক সংকটে ১৮টি বিদ্যালয়ে ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কারণে প্রায় ২৫টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্রমেই হয়ে পড়ছে নিম্নমুখী। ২৫টি বিদ্যালয়ের ভরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনের তালিকা প্রস্তুত করে সোনারগাঁ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা কর্মকর্তা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা প্রণয়ন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হলেও এ ব্যাপারে যথাযথ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না সরকার।

সোনারগাঁ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, উপজেলার ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ১৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। অবসর ও বদলি সংক্রান্ত কারণে এসব পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ ৫ বছর ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক কার্যক্রম ও নিয়ম-শৃংখলা অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙে পড়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।